বইয়ের বাজার

আমিনুর রহমান সুলতান

সত্তর ও আশির দশকেও সৃজনশীল বই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ছিল হাতেগোনা। নব্বইয়ের দশকে তা বাড়তে থাকে। একবিংশ শতকের চলমান দশকে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান বাংলাবাজারের বইপাড়া ছাড়িয়ে জায়গা করে নিয়েছে আজিজ সুপার মার্কেট, পুরানা পল্টনসহ নগরীর আরও বিভিন্ন এলাকায়।

বেশি দিনের কথা নয়, বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বুকস্টলের প্রতিনিধিরা পাইকারি হিসাবে বই কেনার জন্য বইপাড়ায় চলে আসতেন। আর এখন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাই বই পৌঁছে দিচ্ছেন বিভিন্ন এলাকার দোকানগুলোয়। এখন উভয় প্রক্রিয়ায় পাইকারি বই বিক্রি চলছে। আবার পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি করা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সৃজনশীল এবং পাঠসহায়ক বই। ঢাকায় পাইকারি বইয়ের বাজারের পাশাপাশি গুলশান, উত্তরা, ধানমন্ডি, আজিজ সুপার মার্কেটে গড়ে উঠেছে খুচরা বই বিক্রির প্রতিষ্ঠান। নিউমার্কেটে আগেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল খুচরা বই বিক্রির বাজার।

পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, ঢাকায় এলাকাভিত্তিক বইয়ের বাজারের ক্রেতার মধ্যে রয়েছে স্বাতন্ত্র্য। নিউমার্কেট-নীলক্ষেত এলাকায় রয়েছে একশ্রেণীর পাঠক-ক্রেতা, আজিজ সুপার মার্কেটে রয়েছে আরেক শ্রেণীর পাঠক-ক্রেতা। আবার ধানমন্ডি ও গুলশানে রয়েছে ভিন্ন মেজাজের পাঠক-ক্রেতা। দু-তিনজন পাঠকপ্রিয় লেখকের বই ছাড়াও সিরিয়াস লেখকদের বই বিক্রির ক্রেতাও বেড়েছে। ক্রেতা বেড়েছে বিভিন্ন অ্যালবা-মধর্মী ও কোষ গ্রন্থ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, রাজনীতিবিষয়ক গ্রন্থেরও। ধানম-ন্ডির ইটিসি কিংবা গুলশানের অমনি, বুকস এক্সপ্রেসের মতো সাজানো–গোছানো নয় অন্যান্য বই বিক্রির দোকানগুলো। থিমনির্ভর বিদেশি বই ছাড়াও বাংলাদেশের খ্যাতিমান লেখকদের বই রয়েছে এখানে। বিদেশি বইগুলো নিয়ে যেভাবে থিমনির্ভর র‍্যাক তৈরি হয়েছে, বাংলাদেশের বইগুলোর জন্যও সে-রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। তাতে একজন ক্রেতাকে বই কিনতে হয়রান হতে হবে না, চটজলদি বাছাই করে বই কেনা সহজ হবে। থিমনির্ভর বইয়ের প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

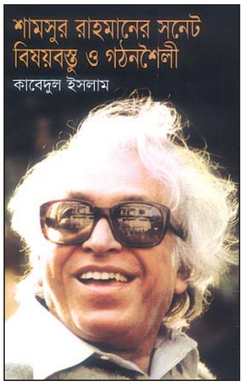

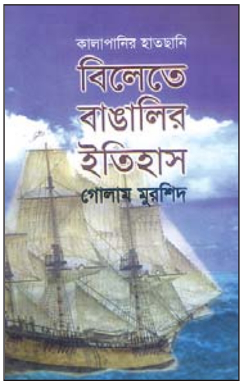

গুলশানে শিক্ষিত উচ্চবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশ পাঠক কেনেন বিদেশি জনপ্রিয় ধারার উপন্যাস। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বইয়ের ক্রেতা ধানমন্ডিতে বেশি বলেই পর্যবেক্ষণে এসেছে। আর এ কারণে কেবল জনপ্রিয় ধারার বিদেশি বই নয়, সিরিয়াস সাহিত্যসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন বিষয়নির্ভর বইয়ের বিক্রি থেমে নেই। তবে এই এলাকার বইয়ের দোকানেও বিদেশি জনপ্রিয় উপন্যাসের বই বেশি বিক্রি হয়। ক্রেতাদের মধ্যে আরও একশ্রেণী রয়েছে, যারা শিক্ষার্থী। হয় ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের শিক্ষার্থী, নয় ইংরেজি সাহিত্যে পড়ুয়া শিক্ষার্থী।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অনার্স ফাইনাল ইয়ারের দুই শিক্ষার্থী শফিউল ইসলাম সোহাগ ও মাখজানুল ইসলাম তৌহিদের সঙ্গে কথা হয়েছে বইয়ের দোকানে। তারাও জানান, আমাদের দেশের হুমায়ূন আহমেদ, জাফর ইকবাল, আনিসুল হকসহ জনপ্রিয় লেখকদের বইয়ের পাঠকদের মতো বিদেশি জনপ্রিয় লেখকদের উপন্যাসের পাঠকও প্রচুর রয়েছে। ফলে সেগুলোই বেশি চলে। একথা বিক্রয় প্রতিনিধিরাও জানিয়েছেন।

গুলশানের বুকস এক্সপ্রেসের স্টলে ফিকশনের র‍্যাকে গ্রাহাম গ্রিন, ইসমাইল ফেডারি, হেমিংওয়ে, কাজুও ইশিগুরো, মার্কেজের কিছু বই দেখিয়ে তারা বলল, এই বইগুলো দীর্ঘদিন ধরে পড়ে আছে, বিক্রি হচ্ছে না। তবে জনপ্রিয় উপন্যাসগুলো ঠিকই বিক্রি হচ্ছে। তবে এ রকম চিত্র ধানমন্ডি এলাকায় নেই। একাধিক প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় প্রতিনিধিরা আরেকটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, ম্যানেজমেন্ট বা ব্যবস্থাপনাবিষয়ক বইগুলো ইদানীং বেশি চলছে।

ইংরেজি ভাষায় লেখেন এবং এ দেশে তাদের বই বিক্রি হয় প্রচুর, এমন লেখকদের মধ্যে রয়েছেন আগাথা ক্রিস্টি, জন গ্রিশাম, জেফরি আর্চার, সিডনি শেলডন, ফ্রেডারিখ ফরসাইখ, ড্যানিয়েল স্টিল প্রমুখ। রোমান্টিক

প্রথম আলো বর্ষসেরা বইয়ের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

বিচারকমণ্ডলীর সদস্য ও পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকদ্বয় : সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, আবদুশ শাকুর, দ্বিজেন শর্মা, আনিসুজ্জামান, আহমাদ মোস্তফা কামাল, মোহাম্মদ রফিক ও রুবী রহমান

সিরিজের উপন্যাসগুলোও খুব জনপ্রিয়।

দক্ষিণ এশিয়ার সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, বিখ্যাতজনের জীবনীসহ বিভিন্ন বিষয়ে ইংরেজি বইয়ের পাঠকদের সংখ্যাও কম নয়। বেশ কয়েকটি বই ভালো চলে বলে জানিয়েছেন ইটিসির কাস্টমার সার্ভিস অফিসার মাসুদ পারভেজ পাভেল। বইগুলো হচ্ছে– অলপার্ট-এর 'জিন্নাহ অব পাকিস্তান', 'বাউন-এর নেহেরু', রবীন্দ্রনাথের 'শর্ট স্টোরিজ', 'সিলেক্টেট পয়েমস', তাহমিনা আনামের 'এ গোল্ডেন এজ'।

শিশুতোষ গ্রন্থের মধ্যে বেশি বিক্রি হয় এনিড ব্লাইটন-এর রহস্য সিরিজের শতেক বই। এ ছাড়া কিপলিং-এর 'দ্য জাংগল বুক', 'কিম', রাউলিং-এর 'হ্যারি পটার' ও 'রাইম সিরিজ'-এর জনপ্রিয়তা অনেক।

অনুবাদ সাহিত্যের শাখা সমৃদ্ধ নয় আমাদের দেশে। সম্প্রতি বিভিন্ন প্রকাশনী সংস্থা থেকে অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ লক্ষ করা যাচ্ছে। অনুবাদগ্রন্থগুলোও বিক্রি হচ্ছে বেশ। যেমন- আসিমভের 'বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী', এন্ডারসনের 'মৎস্য কুমারী' ও 'চাঁদের গল্প', 'কাফকার ডায়েরি' প্রভৃতি।

বাংলাদেশের জনপ্রিয় লেখক ছাড়াও আরও যেসব লেখকের বইয়ের প্রতি পাঠকদের আগ্রহ বাড়ছে এবং বই বিক্রি হচ্ছে তারা হলেন– শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, শওকত আলী, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, মোহাম্মদ রফিক, সেলিনা হোসেন, ফয়েজ আহমদ, আলী ইমাম, মঈনুল আহসান সাবের প্রমুখ।

বাংলাদেশে একুশের বইমেলা উপলক্ষে প্রচুর বই প্রকাশিত হয়। ফলে একুশে বইমেলার পর অধিকাংশ প্রকাশনী থেকে আরেক একুশের মেলা না আসা পর্যন্ত বই প্রকাশিত হয় না। তারপরও কয়েকটি প্রকাশনী থেকে অল্পসংখ্যক হলেও বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত বইগুলো জনপ্রিয় গল্প-উপন্যাস নয়। সিরিয়াস ধারার অ্যালবাম জাতীয় বই। মাওলা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে মুনতাসীর মামুন ও হাসেম খানের সম্পাদনায় আলোকচিত্র সংকলন- ঢাকা, ১৯৪৮-১৯৭১, প্রকাশকাল মার্চ ২০০৭। মাযহারুল ইসলাম তরুর 'আদিবাসী লোকজীবন', প্রকাশকাল মে ২০০৭। উত্তরণ থেকে প্রকাশিত হয়েছে কাবেদুল ইসলামের প্রবন্ধগ্রন্থ, শামসুর রাহমানের সনেট বিষয়বস্তু ও গঠনশৈলী, প্রকাশকাল– সেপ্টেম্বর ২০০৭। শোভা ত্রিপুরার 'ত্রিপুরা জাতি', প্রকাশকাল আগস্ট ২০০৭।

আগামী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে রাজিব আহমেদের 'বাজারজাতকরণ ও বিক্রির কারিশমা', প্রকাশকাল ডিসেম্বর ২০০৭। ঐতিহ্য প্রকাশ করেছে আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর অনুবাদগ্রন্থ উইলিয়াম ড্যালরির 'দ্য লাস্ট মোগল', প্রকাশকাল আগস্ট ২০০৭। অবসর প্রকাশনী প্রকাশ করেছে গোলাম মুরশিদের 'বিলেতে বাঙালির ইতিহাস' (প্রকাশকাল অবশ্য ফেব্রুয়ারি ২০০৮ দেয়া হয়েছে)। অবনীভূষণ ঠাকুরের 'ভেষজ উদ্ভিদ ও লোকজ ব্যবহার', প্রকাশকাল মে ২০০৭।

দিব্য প্রকাশ থেকে অক্টোবর ২০০৭-এ প্রকাশিত হয়েছে মোঃ মোশাররফ হোসেনের 'বেড়াই বাংলাদেশ', শেখ সাদীর দুটি বই 'অন্দর মহলের গাছপালা' ও 'ছাদ বাগান'।

জমি বিক্রয়

মৌচাকে একুশ কাঠা, কমলাপুর কন্টেইনার ডিপো থেকে ৪০০ গজ দূরে মুগদায় ৫ কাঠা, গুলশানে নিকেতন তেজগাঁও লিংক রোডে ১৬ কাঠা জায়গা বিক্রয় হবে। প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগ
01552-318824

উঁইপোকা সমস্যা?

দমন ব্যবস্থার জন্য
আজই যোগাযোগ করুন -

SAFEWAY PEST CONTROL

Tel: 886 1700, 886 1800

www.Safeway.com.bd

Add kamal